দৈনিক খবর

তারিখ ... 28 JUL 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

126

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসব কি হচ্ছে?

ইসলামী ছাত্র শিবির ও জামায়াতের নব্য আর্মস ক্যাডার 'সিরাজুস সালেহীন' বাহিনীর অশুভ দৌরাত্ম্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ অনেক আগেই ধ্বংস হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতা ও নীরব সমর্থনের ফলশ্রুতিতে ক্যাম্পাস এখন শিবির ও সালেহীন নামধারী সন্ত্রাসী চক্রের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় দেশপ্রেমিক ছাত্র-ছাত্রীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

সহযোগী দৈনিক সংবাদ-এর গত ২৬শে জুলাই সংখ্যায় প্রথম পাতায় এ সম্পর্কে নিজস্ব বার্তা পরিবেশকের পাঠানো এক খবরে বলা হয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার অশনি সংকেত দেখা দিয়েছে। স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতশিবির চক্র ও তাদের আর্মস ক্যাডার সিরাজুস সালেহীন বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাসে এখন নীরব সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। উখিয়া, টেকনাফ ইত্যাদি জায়গা থেকে ইতোমধ্যে বেশ কিছু অস্ত্রের ও ক্যাডারের আমদানী ঘটেছে। একটি সূত্র জানায়, শিবির কর্মী ও সালেহীন বাহিনী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও চিকিৎসকদের পত্র মারফত ভয়-ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করছে। গত ২২শে জুলাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডাঃ মিলন ডাকযোগে একটি চিঠি ও একাত্তরের ঘাতক যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম লিখিত 'পলাশী থেকে পাকিস্তান' বইখানি পান। চিঠিতে ১৫ দিন সময় দিয়ে বলা হয়েছে, প্রাণে বাঁচতে চাইলে ৫০ হাজার টাকা দিতে হবে। টাকা কখন কাকে দিতে হবে তা সময়মত জানানো হবে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থান, হল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ ফটকে শিবির কর্মীরা কড়া টহল দিতে শুরু করেছে। যখন-তখন ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং সন্তোষজনক জবাব না পেলে হেনস্থা ও অপদস্থ করা হচ্ছে। সশস্ত্র শিবির কর্মী ও সালেহীন বাহিনীর উপদ্রব বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশপ্রেমিক ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মচারীরা আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি এক বক্তৃতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত বলে অভিহিত করলেও এর কোনো বাস্তব সত্যতা নেই। শিবির কর্মী ও সশস্ত্র 'সালেহীন' বাহিনী পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে একচেটিয়া দখলদারিত্ব কায়েম করেছে। সংবাদদাতা লিখেছেন, শিবির কর্মীরা গোলাম আযমের মুক্তির দাবীসম্বলিত পোষ্টার লাগিয়েছে। সভা-সমাবেশও অব্যাহত রেখেছে। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে রহস্যজনক নীরবতার আশ্রয় নিয়ে শিবিরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াত-শিবিরের দখলদারিত্ব কায়েমের ব্যাপারে আরো খবর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাগজে ছাপা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনে শিবির প্রকাশ্য সন্ত্রাস কায়েমের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে জামায়াতের রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্রে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছে। জামায়াতের নব্য সন্ত্রাসী বাহিনী হিসেবে সিরাজুস সালেহীন-এর আর্মস ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে অবস্থান নিয়েছে বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। 'সালেহীন' নামক এই আর্মস ক্যাডাররা নব্য 'আলবদর' নামে পরিচিত। পাকিস্তানী নাগরিক একাত্তরের ঘাতক গোলাম আযম এই বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা বলে জানা গেছে। এরাই রাজধানী ঢাকায় হাতবোমা, পিস্তল ও কাটা রাইফেল নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির বিভিন্ন সভা, সমাবেশ ও শোভাযাত্রার ওপর পৈশাচিক হামলা চালিয়ে এক বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করেছে। কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় শিবির-সালেহীনের এ সন্ত্রাস চলে আসছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ নীরব। এদের প্রতি ক্ষমতাসীন মহলের ঔদার্যের পেছনে কি রহস্য আছে তা যে কেউ অনুমান করতে পারেন। কিন্তু এদের প্রতি সরকারের দুর্বল নীতির অশুভ পরিণাম যে গোটা জাতিকে পোহাতে হবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। উখিয়া, টেকনাফ প্রভৃতি জায়গা থেকে শিবির-সালেহীন সন্ত্রাসী চক্র অস্ত্র সংগ্রহ করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জমা করছে বলে সংবাদে উল্লেখ রয়েছে। অস্ত্র আমদানী এবং মোটা অংকের অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে ভয়-ভীতি প্রদর্শনের অর্থ অতি পরিষ্কার। একাত্তরের পরাজিত শত্রু একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা অনুসারে আর্মস ক্যাডার গড়ে তুলছে এবং এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির-সালেহীন সন্ত্রাসীদের দখলদারি কায়েমের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কি-না সেটি অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিংবা সরকার কেউই এ প্রশ্ন পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন না। এ বিষয়ে তাঁরা জাতির কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য।